গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৮ বর্ষ ৩ সংখ্যা | ১৫ - ২১ আগস্ট ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

অভয়ার নৃশংস হত্যার এক বছর

মশাল হাতে আওয়াজ উঠল, ‘আমরা রাজপথ ছাড়ি নাই’

৮ আগস্ট রাত ৯টা। কলেজ স্কোয়ারের সামনের নিষ্প্রভ স্ট্রিট লাইটগুলোর নিচে জ্বলে উঠল শত শত মশাল। এক বছর আগে শুরু হওয়া অভয়া আন্দোলনের জেগে থাকা উত্তাপ হাজারো বুকে জমে জমে যেন রূপ নিল অগ্নিশিখার। মিছিল যখন কলেজ স্কোয়ার থেকে শুরু হল, মনে হল সবার মনে জেগে উঠল এক বছর পিছনের স্মৃতি। সেই একই আবেগ, সেই একই স্লোগান, ‘অভয়ার ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই’, ‘আমার দিদির বিচার চাই’, ‘বিচার যত পেছোবে, মিছিল তত এগোবে’, ‘পুলিশ তোমার কীসের ভয়, ধর্ষক তোমার কে হয়’। মিছিল জুড়ে সববেত কণ্ঠে ভাসছে ‘আর কবে আর কবে ...’। নবীন ও প্রবীণ মানুষের ভিড় তখন রাস্তা ছাপিয়ে ফুটপাতে পৌঁছেছে। হাতে সবার জ্বলন্ত মশাল। সামনে ভিড় করে সংবাদকর্মীরা। মিছিল কলেজ স্কোয়ার থেকে কলেজ স্ট্রিটে পৌঁছতেই লাগল আধঘণ্টা। সাড়ে নটায় শুরু হয়ে শ্যামবাজারে মিছিল পৌঁছল রাত ঠিক ১২টায়।

জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের ডাকে অভয়া ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার এক বছর পূর্তিতে মশাল মিছিলে যোগ দিতে বহু দূর থেকে মানুষ এসে উপস্থিত হয়েছিলেন কলেজ স্কোয়ারে। বেহালা থেকে দক্ষিণেশ্বর, সোনারপুর থেকে দমদম, সন্তান কোলে মা থেকে সত্তরোর্ধ্ব সবাই এসেছেন মিছিলে হেঁটে শ্যামবাজারে রাতের কর্মসূচিতে যোগ দেবেন বলে। ঘটনার এক বছর পরেও এমন এক মিছিলে কেন এসেছেন, প্রশ্ন করায় পঞ্চাশোর্ধ্ব মহিলা দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিলেন, এমন ভয়ঙ্কর একটা মৃত্যুর ঘটনার কোনও বিচার হল না, অথচ একটার পর একটা ঘটনা ঘটেই চলেছে। কেন্দ্র-রাজ্য সরকার, পুলিশ-সিবিআই-বিচার ব্যবস্থা সবাই দুষ্কৃতীদের আড়াল করে দাঁড়িয়েছে, এখন আমরাও যদি নিজেদের গুটিয়ে নিই তবে তো দুষ্কৃতীরা আরও বেপরোয়া হবে। পাশ থেকে আর এক মহিলা বলে উঠলেন, আমরা যেমন অভয়ার বিচার চাইতে এসেছি, তেমনই আমাদের মেয়েদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতেও এসেছি।

মিছিলের সামনের সারিতে ছিলেন জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের নেতারা— অনিকেত মাহাতো, দেবাশীষ হালদার, আসফাকুল্লা নাইয়া প্রমুখ। ছিলেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক বিপ্লব চন্দ্র, নার্সেস ইউনিটির সভাপতি ভাস্বতী মুখোপাধ্যায়, সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সজল বিশ্বাস প্রমুখ। ছিলেন অভয়া আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে অজস্র নাগরিক সংগঠন এলাকায় এলাকায় গড়ে উঠেছে তার সদস্যরা। ছিলেন চেনা-অচেনা অজস্র মানুষ।

চারের পাতায় দেখুন

কলেজ স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজার মশাল মিছিল। ৮ আগস্ট

অভয়ার বাবা-মার উপর পুলিশি হামলাকে বর্বরতা বলল এস ইউ সি আই (সি)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৯ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন,

আজ নবান্ন অভিযানে অভয়ার শোকার্ত বাবা-মাকে রাজ্য সরকারের পুলিশ যে ভাবে লাঠিপেটা করেছে, আমরা সেই বর্বরতার তীব্র নিন্দা করছি। সাথে সাথে নবান্ন অভিযানে পুলিশের লাঠিচার্জেরও নিন্দা করছি।

মোদিজির কৃষক দরদ, রহস্য কী?

প্রধানমন্ত্রী মোদিজি ঘোষণা করেছেন, কৃষকদের স্বার্থ বিপন্ন করে মার্কিন সরকারের সাথে তিনি চুক্তিতে সই করবেন না। করবেন না, কারণ, ট্রাম্প ও মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি ভারতের কৃষি ক্ষেত্রে ঢুকতে চাইছে। আর ঢুকতে পারলে ভারতের কৃষকদের সর্বনাশ হবে। এত বড় সর্বনাশ তিনি দেশের কৃষকদের হতে দিতে পারবেন না।

চারিদিকে ধন্য ধন্য রব। হিন্দুত্ববাদীরা উদ্বাহু নৃত্য জুড়ে দিয়েছেন। সগর্বে বলছেন, বুকের পাটা দেখেছ! ট্রাম্পের মুখের উপরে একেবারে না বলে দিল। এই তো দেশপ্রেম! আর এর জন্যই তো ডেয়ারি শিল্পের সাথে যুক্ত ৮ কোটি কৃষক বেঁচে গেল। সাব্বাস মোদিজি সাব্বাস!

গোদি মিডিয়ার প্রচারের এত সব ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও সব প্রশ্ন কিন্তু চাপা পড়ছে না। আর সেই সব প্রশ্নগুলি নিন্দুকের অপবাদ বলেও উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। সরিয়ে দেখলে বেশ কিছু প্রশ্ন চোখে পড়বে। প্রশ্ন উঠছে, যে মোদিজি ও তাঁর সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের পথ অনুসরণ করে দেশের কৃষি ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি পুঁজির অবাধ অনুপ্রবেশের রাস্তা খুলে দিয়েছে, যাঁরা সার-বীজ-তেল তুলে দিয়েছে মার্কিন বহুজাতিক পুঁজির হাতে, যাঁরা দেশের জল-জঙ্গল-জমি ও সমগ্র বিপণন ব্যবস্থা দেশি-বিদেশি পুঁজির হাতে তুলে দিচ্ছে, যাঁদের কালা কৃষিনীতি প্রতিরোধ করার জন্য ৭৩৬ জন কৃষককে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে, এই সেদিনও যাঁরা ব্রিটেনের সাথে বাণিজ্য চুক্তি করে ভারতকে ব্রিটিশ বহুজাতিক পুঁজির কৃষিপণ্যের ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে— তাঁরা হঠাৎ কৃষক দরদি হয়ে উঠলেন, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় আদাজল খেয়ে নেমে পড়লেন— এ কথা কি বিশ্বাস করা যায়?

প্রশ্ন উঠছে, যদি মোদিজি ও তাঁর সরকার সত্যিই কৃষকদরদি হত, তা হলে তো তাঁরা ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য তথা এমএসপি চালু করতেন, কৃষকের সমস্ত কৃষিঋণ মকুব করে দিতেন,

দুয়ের পাতায় দেখুন

কৃষি-ক্ষুদ্রশিল্প-গৃহস্থে ভর্তুকি নেই, পুজো কমিটিকে ভর্তুকি ৮০ শতাংশ

প্রতিবাদ অ্যাবেকার

সম্প্রতি রাজ্য সরকারের পুজো কমিটিগুলোর জন্য বিদ্যুৎ বিলে ৮০ শতাংশ ভর্তুকি ঘোষণার প্রতিবাদ জানিয়ে অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস ৪ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, কৃষিপ্রধান পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিদ্যুতের দাম দেশের মধ্যে সর্বাধিক। তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, পাঞ্জাবে বিনামূল্যে, কর্নাটকে ১০ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিনামূল্যে, হরিয়ানায় ১০ পয়সা প্রতি ইউনিট দামে কৃষি গ্রাহকরা বিদ্যুৎ পান। ক্ষুদ্রশিল্পে মিনিমাম চার্জ প্রতি কেভিএ প্রতি মাসে ২০০ টাকা করার ফলে রাজ্যের প্রায় ৫০ শতাংশ গমকল, হাস্কিং কল সহ অন্যান্য ক্ষুদ্রশিল্প বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গৃহস্থে পাঞ্জাবে ৩০০ ইউনিট, দিল্লিতে ২০০ ইউনিট, কর্নাটকে ২০০ ইউনিট, তামিলনাড়ু ও তেলেঙ্গানায় ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। আর এই রাজ্যে গৃহস্থ গ্রাহকদের ন্যূনতম ৫ টাকা, সর্বাধিক ৯ টাকা ২২ পয়সা প্রতি ইউনিটের দাম দিতে হয়।

রাজ্য সরকারের টাকার অভাব নেই তা সাম্প্রতিক দুর্গাপুজো কমিটিগুলোকে বিদ্যুতের ৮০ শতাংশ ভর্তুকির ঘোষণা প্রমাণ করছে। কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্প বাঁচাতে রাজ্য সরকার ভর্তুকি দেবে না কেন? কেন গৃহস্থে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরকার দেবে না?

ভোপালে এআইএমএসএস-এর সম্মেলন

মধ্যপ্রদেশে মহিলা ও শিশুদের উপর ক্রমবর্ধমান অপরাধের বিরুদ্ধে এবং রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ করার দাবিতে ভোপালের ডঃ আম্বেদকর সামুদায়িক ভবনে ২০ জুলাই অনুষ্ঠিত হল এআইএমএসএস-এর দ্বিতীয় জেলা সম্মেলন। এই উপলক্ষে মনীষীদের উদ্ধৃতি প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা গোকুল রায়।

প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রচনা অগ্রওয়াল। বক্তব্য রাখেন এসইউসিআই(সি)-র ভোপাল জেলা সম্পাদক মুদিত ভাটনগর। প্রতিনিধি অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী জলি সরকার। রিতু শ্রীবাস্তবকে সভানেত্রী ও আরতি শর্মাকে জেলা সম্পাদক করে নতুন কমিটি গঠিত হয়।

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক ধর্মঘট সফল

অভিনন্দন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের

কেন্দ্রীয় সরকার এবং এলআইসিআই-এর শেয়ার দেশি-বিদেশি ধনকুবেরদের কাছে বিক্রি করে আইডিবিআই ব্যাঙ্ককে বেসরকারিকরণ করার পদক্ষেপের বিরুদ্ধে এবং স্থায়ী পদে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থায়ী কর্মী নিয়োগ সহ কর্মচারী ও গ্রাহকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবিতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'ইউনাইটেড ফোরাম অফ আইডিবিআই অফিসার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ'এর পক্ষ থেকে ১১ আগস্ট দেশব্যাপী আইডিবিআই ব্যাঙ্ক ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল। ধএআইইউটিইউসি অনুমোদিত 'অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামে'র পক্ষ থেকে রাজ্যের প্রায় প্রতিটি শাখার গেটে এ দিন ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানিয়ে প্রচার এবং পিকেটিং করা হয়। রাজ্যের প্রায় প্রতিটি আইডিবিআই ব্যাঙ্ক এবং তার এটিএমগুলি বন্ধ ছিল।

ধর্মঘট সর্বাত্মক ও সফল করার জন্য ব্যাঙ্ক কর্মচারী এবং গ্রাহকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস। ফোরামের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রায়মণ্ডল বলেন, 'অন্যান্য ব্যাঙ্কের কর্মচারী ও গ্রাহকদের সহযোগিতা নিয়ে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন ফর্মে সর্বশক্তি দিয়ে এই আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারলে, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব'।

জীবনাবসান

নদিয়ায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পলশুণ্ডা লোকাল সাংগঠনিক কমিটির আবেদনকারী সদস্য কমরেড মোশারফ মণ্ডল দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ৯ জুলাই মারা যান।

৯০'-এর দশকে যুব বয়সে মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তায় আকৃষ্ট হয়ে তিনি দলের সাথে যুক্ত হন। বর্তমানে দলের নদিয়া উত্তর জেলা কমিটির সদস্য কমরেড ফজলুর রহমানের সাহচর্যে নাইট স্কুলের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দলের কাজে যুক্ত হন। তিনি ছিলেন খুবই প্রাণখোলা মানুষ এবং ছোটদের প্রতি স্নেহশীল। দলের সিদ্ধান্তে ২০১৩-র পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন। পঞ্চায়েতে দীর্ঘ পাঁচ বছর নিষ্ঠার সাথে কাজ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁর প্রয়াণে দল হারাল একজন নিষ্ঠাবান কর্মীকে।

২৭ জুলাই তাঁর স্মরণসভার প্রধান বক্তা ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সেখ খোদাবক্স। জেলা ও আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

কমরেড মোশারফ মণ্ডল লাল সেলাম

গ্রাহক হেনস্থার প্রতিবাদ

৭ আগস্ট বিষ্ণুপুর অ্যাবেকার পক্ষ থেকে ডিভিশনাল ম্যানেজারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ ও ব্লক সম্পাদক গোবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে পাঁচ জন প্রতিনিধি গ্রাহক সমস্যার সমাধান চেয়ে অভিযোগ পত্র জমা দিতে গেলে তিনি সেগুলি জমা না নিয়ে হেনস্থা, এমনকি পুলিশ ডেকে থ্রেট করার চেষ্টা করেন।

এই ঘটনার তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া, ডিভিশনের চারটি সিসিবিতে জোরপূর্বক গ্রাহক অমতে লাগানো স্মার্ট মিটার খুলে আগের মিটার বসানো, গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘক্ষণ ধরে লো-ভোল্টেজ লোডশেডিং বন্ধকরার দাবি রাখা হয়।

এ ছাড়া সম্প্রতি রাজ্য সরকারের ঘোষণা মতো পূজা মণ্ডপে ৮০ শতাংশ বিদ্যুৎ মাশুল ছাড়ার অনুরূপ কৃষিতে বিনামূল্যে ও গৃহস্থের মাসে ২০০ ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে ও অন্য নানা ধরনের চার্জ প্রত্যাহার করার দাবি রাখা হয়। বিদ্যুৎ আধিকারিক স্থানীয় সমস্যার সমাধানে ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান।

কোলাঘাটে দুষ্কৃতী তাণ্ডব রোখার দাবিতে স্মারকলিপি

রোলাঘাটে মুম্বাই রোডে ছিনতাই, ডাকাতি, খুন ইত্যাদি বেড়ে চলেছে। দুষ্কৃতীদের রুখতে মুম্বাই রোডের কোলাঘাট থেকে মেচগ্রাম এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো সহ দুই থানার বর্ডার বরদাবাড় ও জিএগ্রদার মাঝে পুলিশ পিকেটের দাবিতে ৩১ জুলাই 'নাগরিক সুরক্ষা কমিটির' পক্ষ থেকে জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের নিকট স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ওই স্মারকলিপির প্রতিলিপি কোলাঘাটের বিডিওকেও দেওয়া হয়। কোলাঘাট থানার ওসিকে কমিটির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমিটির মুখপাত্র নারায়ণচন্দ্র নায়ক, সহ-সভাপতি মধুসূদন বেরা, যুগ্ম সম্পাদক শুভাশিস মণ্ডল সহ সম্পাদক অর্জুন ঘোড়ই।

মোদির কৃষক দরদ

একের পাতার পর

খেতমজুরের সারা বছর কাজ পাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। কই এ সব করার কথা তো ওরা ভাবছে না। বরং ওদের রাজত্বে কৃষক সর্বস্ব হারিয়ে আত্মহত্যার বেদনাদায়ক পথ গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে। ফলে কৃষকের শুভ চিন্তায় মোদিজি ব্যাকুল, এমন প্রমাণ তাঁর এগারো বছরের রাজত্বে পাওয়া যায়নি। এই প্রশ্নে দেশের কৃষকদের অভিজ্ঞতা ভয়ঙ্কর তিক্ত, এতে কোনও সন্দেহ নেই। ফলে কৃষক দরদ একটা বাহানা। আসল কারণ 'অন্য কোথা, অন্য কোনও খানে।' কী সেই কারণ?

ইউক্রেনের সাথে রাশিয়ার যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইউরোপের বাজারে রাশিয়ার তেল বিক্রির পরিমাণ কমতে থাকে। ফলে রাশিয়া দেশে দেশে তেল বিক্রি করার জন্য নতুন খদ্দের খুঁজতে থাকে এবং আন্তর্জাতিক বাজার দরের তুলনায় ব্যারেল প্রতি দাম কমিয়ে দেয় ৫ থেকে ৩০ ডলার। আর এই সুযোগ গ্রহণ করে চিন, ভারত ও তুরস্ক।

ভারত মানে শুধু ভারত সরকার নয়, ভারতের বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলিও— বিশেষ করে আম্বানির রিলায়েন্স ইন্ডিয়ার রিলায়েন্স মবিলিটি লিমিটেড কোম্পানি। এরা রাশিয়ার থেকে সস্তায় তেল আমদানি করে, এ দেশের শোধনাগারে সেই তেল শোধন করে ইউরোপ আমেরিকার বাজারে বেশি দামে বিক্রি করে।

গত বছর ওরা গুজরাটের জামনগর রিফাইনারিতে রাশিয়া থেকে আমদানি করা তেল শোধন করে ইউরোপে বিক্রি করেছে। বিক্রি করেছে ২০০ কোটি ডলার মূল্যের তেল। আর এই প্রক্রিয়ায় গত বছর লাভ করেছে ৬৮৫০ কোটি টাকা। (হিন্দু ঃ ১৮ মার্চ, ২০২৫) ফলে রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধহলে ক্ষতি হবে কার? ক্ষতি হবে, যাদের সেবায় মোদিজিরা জীবন মন সমর্পণ করেছেন, সেই আম্বানিদের। মোদিজি কি তা সহ্য করতে পারেন?

প্রসঙ্গত আর একটা কথা বলা দরকার। সস্তায় রাশিয়া থেকে তেল আমদানি শুরু হয়েছে ২০২২ সাল থেকে। কিন্তু দেশে পেট্রল ডিজেলের দাম কী কমেছে? কমেনি। বরং বেড়েছে। তাই, এ কথা পরিষ্কার, সস্তায় রাশিয়া থেকে তেল আমদানির সাথে এ দেশের জনগণের স্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই। লাভের সব গুড় যাচ্ছে আম্বানির পেটে। তাই, রাশিয়ার তেল আমদানি বন্ধ হলে ভারতের বহুজাতিক পুঁজির ক্ষতি। এই ক্ষতি কি মোদিজি হতে দিতে পারেন? তাই এত নর্তন-কুন্দন, এত ট্রাম্পবিরোধী জেহাদ। এটা আসলে দরকষাকষির অংশ। কৃষি এবং ডেয়ারির বাজার না খোলার হুমকি দিয়ে তেলের ক্ষেত্রে ছাড় আদায়ের চেষ্টা। যদিও ইতিমধ্যেই ভারতের কৃষি ও ডেয়ারি বাজারে ভারতীয় ও বিদেশি একচেটিয়া মালিকদের যথেষ্ট ছাড় দেওয়াই আছে। সাধারণ কৃষকদের জন্য কিন্তু সরকারের কোনও মাথাব্যথা নেই।

আসলে ট্রাম্প যেমন সংকটগ্রস্ত মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থরক্ষায় দুনিয়ার বুকে যুদ্ধব্যবসা ফেরি করছেন, শুল্ক চাপাচ্ছেন। মোদিজিও তেমনি সংকটগ্রস্ত ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষায় নানা দরজায় ছুটে বেড়াচ্ছেন। এ হল আন্তর্জাতিক লুটের বাজারে সাম্রাজ্যবাদী ভাগ বাটোয়ারার খেলা। ডাকাত দলের মধ্যে মারামারি। এর সাথে দেশের কৃষকের স্বার্থের সম্পর্ক নেই।

দিল্লিতে আশাকর্মীদের বিক্ষোভ

সরকারি কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি, নিয়মিত বেতন সহ নানা দাবিতে দিল্লির কয়েকশো আশা কর্মী বিক্ষোভ দেখান। ৭ জুলাই সিভিল লাইনস মেট্রো স্টেশন থেকে আশাকর্মী ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে বিশাল মিছিল বিকাশ ভবন-২ তে আশা মিশনের কার্যালয়ের দিকে এগোতে থাকে। ড্রামা সেন্টারের কাছে পুলিশ মিছিল আটকে দিলে সেখানেই শুরু হয় বিক্ষোভ। শেষে এক প্রতিনিধি দল কর্তৃপক্ষের কাছে স্মরকলিপি দিয়ে দাবি জানায়, দিল্লি সরকারকে অবিলম্বে আশা কর্মীদের দাবি পূরণ করতে হবে।

অস্ত্র প্রদর্শনীর জন্যই যুদ্ধ

অপারেশন ‘সিঁদুর’ চলছে— ভারত পাকিস্তান সীমান্তের উভয় পারে মানুষের উন্মুখ চোখ টিভিতে, এই বুঝি ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়ল! শত শত উড়ন্ত ড্রোনের দিকে চোখ রেখে মানুষ দেশপ্রেমের উত্তেজনায় টগবগ করছে। টিভি অ্যাঙ্কররা গলা ফাটিয়ে প্রতি মুহূর্তে বিশ্লেষণ করে চলেছেন, কোন দেশের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বেশি উন্নত তা নিয়ে। আপনি তখন ভাবছেন এইবার সন্ত্রাসবাদীরা আচ্ছা জব্দ হবে! এ দিকে পর্দার আড়ালে তখন হিসাব চলছে অন্য— বিশ্বের নানা দেশের অস্ত্র কোম্পানি, তাদের এজেন্ট এবং নানা দেশের প্রতিরক্ষা কর্তারা তখন মেপে চলেছেন কোন কোম্পানির কোন অস্ত্রটির বিধ্বংসী ক্ষমতা বেশি, কোনটা বেশি সংখ্যায় মানুষ মারে! যুদ্ধ, ধ্বংস, মৃত্যু, হাহাকার থেকে ফয়দা তোলার হিসাব কি শুধু বিদেশিরাই কষছিলেন? না, ছিলেন এ দেশের ধনকুবেররাও।

চাঙ্গা হল অস্ত্রের বাজার

অপারেশন সিঁদুর শেষ হতেই দেখা গেল ভারত-পাকিস্তান দুই দেশে অস্ত্র সরবরাহকারী কোম্পানিগুলোর কামান, ক্ষেপণাস্ত্র, নিখুঁতভাবে এমনকি চলমান লক্ষ্যেও আঘাত করতে সক্ষম অস্ত্র এবং অস্ত্র বহনকারী ড্রোন ইত্যাদির বাজার একেবারে তুঙ্গে। যুদ্ধ চলার সময়েই তাদের শেয়ার বাজারের দর তর তর করে উপরে উঠছে। এমনকি যে চিনের তৈরি পাকিস্তানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যাকে ভারত ব্যর্থ বলেছে, সেই চিনা সংস্থার শেয়ার দরও চড়ছিল অবিশ্বাস্য গতিতে। যুদ্ধ শেষ হতেই ভারত ফোর্জ, আদানি ডিফেন্স অ্যান্ড এরোস্পেস, প্রিমিয়ার এক্সপ্লোসিভস, মিউনিশনস ইন্ডিয়া, রিলায়েন্স ডিফেন্স, টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেমস, কল্যাণী স্ট্র্যাটেজিক সিস্টেমস, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ইয়ন্ত্রা ইত্যাদি ভারতীয় কোম্পানিগুলির ব্যস্ততা তুঙ্গে। ভারত সরকার তাদের একের পর এক অস্ত্রের অর্ডার দিচ্ছে, আসছে বিদেশি অর্ডারও। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অপারেশন সিঁদুরে তাদের অস্ত্রের ‘ডেমো’ দেওয়ার কাজটা সেরে রেখেছে কোম্পানিগুলো। ফলে এখন অর্ডারের জোয়ার এসেছে। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, কোম্পানিগুলি যাতে অতি দ্রুত বিপুল হারে অস্ত্র উৎপাদন করতে পারে এবং ভবিষ্যতেও অর্ডারের অভাবে না ভোগে তা দেখার দায়িত্ব সরকারের। অর্ডারের অভাব হলে ভারত সরকারই নিয়মিত এদের অস্ত্র এবং যুদ্ধোপকরণ কিনে নেবে। কোম্পানির কর্তারা আশা করছেন, বিদেশে অস্ত্র রফতানির সুযোগও বাড়বে। একই সাথে বাড়বে বিদেশি কোম্পানির সাথে যৌথ উদ্যোগে ভারতের মাটিতে অস্ত্র নির্মাণও। যেমন পহেলগাম হত্যাকাণ্ডের ঠিক পরে পরেই নতুন করে ফ্রান্স থেকে নৌবহরের উপযুক্ত রাফাল বিমান কেনার চুক্তি এমনভাবে হয়েছে যাতে এর থেকে আম্বানি এবং টাটা গোষ্ঠী লাভবান হয়। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, এখন থেকে অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জামের উৎপাদন মূলত বেসরকারি কোম্পানির হাতেই থাকবে এবং এ জন্য সরকারি কোষাগার থেকে টাকার জোগানের অভাব কখনওই হবে না। বাস্তবেও দেখা গেল, চলতি বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে দেশি কোম্পানির থেকে অস্ত্র ও সরঞ্জাম কেনার খাতে বরাদ্দ ১ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকার ১৪ শতাংশ অর্থাৎ ২৪,৭৩০ কোটি টাকা প্রথম তিন মাসেই খরচ হয়ে গেছে। ফলে দ্রুততার সাথে ৫০ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করতে হয়েছে (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ৮ জুলাই ২০২৫)। প্রসঙ্গত, সামরিক খাতে মোট বরাদ্দ ৬ লক্ষ ৮১ হাজার কোটি টাকা। এতেও কম পড়লে অসুবিধা নেই, সরকার আরও টাকা জোগানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

জনকল্যাণের বরাদ্দে টান

অস্ত্র উৎপাদন খাতে যে যথেচ্ছ বরাদ্দ বাড়িয়ে চলেছে সরকার, তা আসছে কোথা থেকে? অস্ত্র এবং সামরিক খাতে টাকার জোগান দিতে গিয়ে এই বছর কেন্দ্রীয় বাজেটে গ্রামীণ কর্মসংস্থান যোজনা (এনরেগা), শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা, খাদ্য সংস্থান, মৌলিক গবেষণা, পরিবেশ রক্ষা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক খাতে বাজেট বরাদ্দ ছাঁটাই হয়েছে ব্যাপক ভাবে। ভারতের জিডিপি-র (মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন) ২.৫ শতাংশই ব্যয় হয় সামরিক খাতে। কিন্তু স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় জিডিপি-র মাত্র ১.৮ শতাংশ, শিক্ষা খাতে ১ শতাংশের কম। মনে হতে পারে, কী আর করা যাবে, দেশকে রক্ষা করতে এই রকম মরিয়া হয়ে অস্ত্র তৈরিতে যথেচ্ছ খরচ না করে উপায় কী? কিন্তু অস্ত্র উৎপাদকের লক্ষ্য যদি দেশের নিরাপত্তার রক্ষা হয়, তবে তো তা শুধু ভারতের প্রতিরক্ষার কাজেই লাগা উচিত! তা ইজরায়েলের হাতে গিয়ে প্যালেস্টাইনের গণহত্যায় কাজে লাগছে কেন, কেন ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে ভারতীয় কোম্পানির অস্ত্র যাচ্ছে, কেন নাগারনো-কারাবাখ এলাকা থেকে আর্মেনিয়দের তাড়াতে অজারবাইজানকে অস্ত্র দিচ্ছে ভারতীয় কোম্পানি! জনকল্যাণে টাকা ছাঁটাই করে অন্য দেশের নানা দ্বন্দ্ব বিরোধে অস্ত্র যোগান দেওয়ায় ভারতীয়দের কী লাভ? বিশ্বের নানা দেশে ভারতীয় অস্ত্র কোম্পানিগুলি বাজার ধরতে ঝাঁপাচ্ছে কেন? এই কি ভারতীয় ধনকুবেররদের দেশ রক্ষার নমুনা?

এ প্রসঙ্গে আর একটা ঐতিহাসিক তথ্য জেনে রাখা ভাল— টাটা কোম্পানি, যারা নাকি এখন ভারতের জন্য ‘দেশপ্রেমিক’ অস্ত্র বানাচ্ছে, তারা স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশের জন্য ট্যাঙ্ক বানিয়েছে, কামান, আর্মার্ড কার তৈরিতে হাত পাকিয়েছে। এর জন্য ব্রিটিশ ভাইসরয় টাটাদের বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন (নিখিল সুর ঃ মহাপ্রলয়ের সম্ভাবনা, দেশ, ২ মার্চ ২০২৫)। এই অস্ত্র ব্রিটিশ মিলিটারি ব্যবহার করেছে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধেও। টাটাদের তাতে আপত্তি ছিল না। কারণ, একচেটিয়া পুঁজির মালিক ধনকুবেরদের কাছে মুনাফাই প্রথম এবং শেষ কথা। দেশপ্রেম সেই মুনাফার কারবারে একটা হাতিয়ার মাত্র।

বিদেশি কোম্পানিগুলিরও অস্ত্রের প্রদর্শনী ‘সিঁদুরে’

ভারত পাক সংঘর্ষকে অস্ত্রের প্রদর্শনী হিসাবে ব্যবহার করেছে নানা দেশের অস্ত্র কোম্পানি। চিন উল্লসিত, কারণ তার অস্ত্র নিয়ে পাকিস্তান লড়েছে। ফ্রান্সের দাসো কোম্পানির স্বীকারোক্তি অনুযায়ী অন্তত একটা রাফাল বিমান অপারেশন সিঁদুরের সময় ধ্বংস হয়েছে (আনন্দবাজার পত্রিকা ৮ জুলাই ২০২৫)। চিনের দাবি, তাদের অস্ত্রের জোরেই পাকিস্তান রাফালের মতো বিমান ধ্বংস করতে পেরেছে। এ দিকে পাকিস্তানে ড্রোনের জোগানদার তুরস্ক, আকাশ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম বেচা চিন, ভারতের ড্রোনের জোগানদার ইজরায়েল, ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষার জোগানদার রাশিয়া ছাড়াও ফ্রান্স ইত্যাদি দেশও প্রবলভাবে অস্ত্র প্রদর্শনীর কাজে ‘সিঁদুর’-কে ব্যবহার করছে। চাপান উতোর চলছে কার অস্ত্র বেশি ক্ষমতাশালী তা নিয়ে। এই মারণাস্ত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতার ডামাডোলে ভুলিয়ে দেওয়া হল কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর ভারতীয় গ্রামগুলির বাসিন্দাদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির কথা। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের ক্ষয়ক্ষতি নিয়েও সে দেশের সরকার কিংবা এই মারণাস্ত্রে কারবারিদের কারও মাথাব্যথা নেই। মাথাব্যথা তাদের একটা বিষয় নিয়েই, তা হল অস্ত্র বেচে মুনাফা।

যুদ্ধই আজ পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি

আজকের সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দুনিয়ায় যুদ্ধই অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। বিশ্বজোড়া মন্দার এই সময়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখতে হলে বিশ্বের কোথাও না কোথাও ছোট হোক বা বড় হোক যুদ্ধ তাদের লাগিয়েই রাখতে হয়। এজন্য অন্তত আক্রান্ত হওয়ার ত্রাস বজায় রাখতে হবে, তবেই বজায় থাকবে অস্ত্র ব্যবসার রমরমা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার বড় ছোট সব অংশীদারের কাছেই আজ অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র উপায় হল অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক পণ্যের অবাধ ব্যবসা এবং সেই কাজে সরকারের প্রত্যক্ষ মদত, অর্থাৎ অর্থনীতির সামরিকীকরণ।

সম্প্রতি মার্কিন যুদ্ধজোট ন্যাটোর বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চাপে সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রতিটি সদস্য দেশ তার জিডিপি-র অন্তত ৫ শতাংশ যুদ্ধ সরঞ্জাম কেনায় ব্যয় করতে বাধ্য থাকবে। আমেরিকান শাসকরা জানে এই অর্থের সবচেয়ে বড় অংশ ঢুকবে অস্ত্র উৎপাদনে এগিয়ে থাকা মার্কিন অস্ত্র কোম্পানিগুলোর সিন্দুকেই। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের হিসাবে বিশ্ব জুড়ে সামরিক খাতে ব্যয় দাঁড়িয়েছে ২.৭১৮ ট্রিলিয়ন ডলার। গত এক বছরে তা বৃদ্ধি পেয়েছে ৯.৪ শতাংশ। বিশ্বের মোট জিডিপি-র ২.৫ শতাংশ এখন সামরিক খাতে ব্যয় হচ্ছে। সামরিক খাতে ব্যয়ে বিশ্বে ভারতের স্থান পঞ্চম (৮৬.১ বিলিয়ন ডলার)। প্রথম আমেরিকা, দ্বিতীয় চিন, তৃতীয় রাশিয়া, চতুর্থ জার্মানি। ন্যাটো গোষ্ঠীর ৩২টি দেশ সম্মিলিতভাবে সামরিক খাতে ব্যয় করে ১৫০৬ বিলিয়ন ডলার।

যে ট্রাম্প সাহেবকে নাকি শান্তির দূত হিসাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে, তিনি সাম্প্রতিক ইজরায়েল-আমেরিকা-ইরানের যুদ্ধে মাত্র ১২ দিনে খরচ করেছেন ১ বিলিয়ন ডলার। তিনি অস্ত্র ব্যবসার জন্য জিডিপি-র ৫ শতাংশ ব্যয় করতে চাপ দিলেও দরিদ্র দেশগুলিতে মার্কিন সাহায্য প্রকল্প ‘ইউএসএড’-এর বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়েছেন। রাষ্ট্রসংঘের সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট প্রজেক্টের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণে যেটুকু সাহায্য আমেরিকা সহ উন্নত বিশ্বের দেশগুলো দিত, তা ক্রমাগত বন্ধ হচ্ছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট, ন্যাটোর কর্তা থেকে শুরু করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত বলে চলেছেন, যুদ্ধ ঠেকানোর জন্যই যুদ্ধাস্ত্রে আরও বিনিয়োগ দরকার। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কাকে বাঁচানোর জন্য যুদ্ধ? ক্রমবর্ধমান অনাহার, অর্ধাহার, দারিদ্র যে বিশ্বের নিত্য সঙ্গী, যে বিশ্বে শরণার্থী সমস্যা ভয়াবহ আকার নিয়েছে, সেই দুনিয়ায় বসে মানুষকে রক্ষা করবে অস্ত্র! আজ লেবানন, সিরিয়া, সুদান, ঘানা, ইয়েমেন কিংবা ইউক্রেনের মতো নিম্ন এবং মধ্য আয়ের দেশগুলিতে হয় আমেরিকা অথবা অন্য কোনও সাম্রাজ্যবাদী জোটের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ অথবা গৃহযুদ্ধ সামলাতে জিডিপি-র বড় অংশ খরচ করতে হচ্ছে সামরিক খাতে। কিছু ক্ষেত্রে তা জিডিপি-র ৩০ শতাংশের কাছাকাছি। তাদের কাছে অস্ত্র বেচছে ওই সাম্রাজ্যবাদীরাই। এ দিকে দেশগুলিতে খাদ্যাভাব, স্বাস্থ্যব্যবস্থার অভাবে মানুষ মরছে দলে দলে। যুদ্ধ থেকে বাঁচতে শরণার্থী হিসাবে অনিশ্চিত সমুদ্রে ভেসে কত মানুষ প্রতি বছর প্রাণ হারাচ্ছে! অস্ত্র ব্যবসার বড় শরিক হয়ে ওঠা ভারতও ক্ষুধা সূচকে তলিয়ে যাচ্ছে।

যুদ্ধ-আতঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে

যারা যুদ্ধ ঠেকানোর জন্য অস্ত্র নির্মাণের কথা বলছেন, তারাও জানেন, আরও অস্ত্র মানে আরও বেশি যুদ্ধ। আরও যুদ্ধ মানে আরও উন্নত অস্ত্র। এর যেন শেষ নেই! আবার এই যুদ্ধের জন্য বিপুল রাষ্ট্রীয় ব্যয় করতে হলে যুদ্ধে জনগণের সমর্থন প্রয়োজন। তার জন্য প্রয়োজন দেশের সামনে কোনও না কোনও শত্রু খাড়া করা। তাই দেখা যায় দুনিয়ার সমস্ত বড় সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলো হয় আমেরিকা বা অন্য কোনও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদতে তৈরি এবং পুষ্ট। আইসিস, আল-কায়দার মতো সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর জন্ম যে মার্কিন কর্তাদেরই হাতে তা আজ বিশ্বের মানুষ জানে। এ দিকে এই সাম্রাজ্যবাদীদের মদতেই কোথাও আওয়াজ তোলা হয় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, কোথাও বা অন্য কোনও দেশকে শত্রু হিসাবে তুলে ধরে শাসকরা তৈরি করে আতঙ্ক। এ কথা শুধু মার্ক্সবাদীরা বলছেন না, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের একেবারে নিখাদ গবেষক সমাজবিজ্ঞানীরাই দেখাচ্ছেন, আজ নানা দেশের শাসকরা নিজের দেশের মানুষকে ভয় দেখাতে অন্য কোনও দেশ বা কোনও একটা পক্ষকে শত্রু সাজাচ্ছে (নিসসিম মান্নাথুক্কারেন ঃ দ্য হিন্দু, ৯.৭.২০২৫)। যেমন ন্যাটো এবং মার্কিন সাম্রাজবাদের কর্তারা রাশিয়া, চিনের মতো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে তাদের দেশের মানুষের শত্রু বলে তুলে ধরে। বিপরীতে এই দুই শক্তিও তাই করে। ভারত এবং পাকিস্তান সরকার পরস্পরকে শত্রু বলে তুলে ধরে, মধ্য প্রাচ্যের এক

ছয়ের পাতায় দেখুন

‘রাজপথ ছাড়ি নাই’

একের পাতার পর

ডাঃ অনিকেত মাহাতো বললেন, মানুষ আজও জানতে পারল না অভয়ার ধর্ষণ ও খুনের সঙ্গে কারা জড়িত, আর কেনই বা অভয়াকে খুন হতে হল। কেউই এ কথা বিশ্বাস করে না যে, এত নৃশংস একটা খুনের সঙ্গে শুধুই সঞ্জয় রায় জড়িত। এ প্রশ্নের উত্তর আজও দেশের মানুষ পায়নি, যে সুপ্রিম কোর্ট ঘটনার রিপোর্ট পড়ে শিউরে উঠেছিল, কেন সেই সুপ্রিম কোর্ট চুপ করে গেল, কেন সিবিআই অতিরিক্ত চার্জশিট জমা দেওয়ার কথা বলেও তা জমা দিল না। এই সব প্রশ্নের উত্তর যত দিন না পাওয়া যাচ্ছে তত দিন আন্দোলন চলবে। ডাঃ দেবাশীষ হালদার বলেন, রাজ্য সরকার ভাবছে, বিচারহীন এক বছরে আমরা হয়তো হতাশ হয়ে পড়েছি। আসলে সরকার চায় আমরা হতাশ হয়ে পড়ি। বাস্তবে বিচারের নামে এই প্রহসন আমাদের জিদ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র বলেন, বিচারের সামনে প্রতিবন্ধক হিসাবে যেহেতু কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই দাঁড়িয়ে রয়েছে তাই আমাদের আন্দোলনকে আরও তীব্র করতে হবে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সিনিয়র চিকিৎসক সহ বাংলার বিশিষ্ট মানুষেরা ১৪ আগস্ট মৌলালি যুব কেন্দ্রে এক কনভেনশনের ডাক দিয়েছেন। সেখান দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

মিছিল যতই এগিয়েছে রাস্তার দু-পাশ থেকে যোগ দেওয়া মানুষের ভিড়ে তার আয়তন ততই বেড়েছে। পাশে দাঁড়িয়ে থেকে যাঁরা মিছিল দেখেছেন, তাঁরাও সাথে থাকার বার্তা দিয়েছেন। মিছিল শ্যামবাজারে যখন পৌঁছাল তখন নেতাজি মূর্তির চার দিকে থিকথিকে ভিড়। দ্রুত বেঁধে ফেলা অস্থায়ী মঞ্চ থেকে চিকিৎসক নেতারা একে একে বক্তব্য রাখার পর অভয়ার বাবা-মা বক্তব্য রাখেন। তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতার কথা তুলে ধরে বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যখন বাংলায় এসেছিলেন তখনও আমরা চেষ্টা করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। এখন দিল্লি গিয়েও তাঁর দেখা পাইনি। অভয়ার মা বলেন, আজ আমি এখানে শুধু আমার মেয়ের বিচার চাইতে আসিনি, এসেছি সমস্ত অত্যাচারিত মেয়েদের মা হিসাবে বিচার চাইতে।

বাস্তবিক অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের নেতৃত্বে যে নাগরিক আন্দোলন রাজ্যে গড়ে উঠেছে তা এক কথায় নজিরবিহীন। যাঁরা কোনও দিন কোনও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার কথা ভাবেননি, কোনও মিছিলে হাঁটার কথা ভাবেননি, সমাজের নানা অংশের সেই সব মানুষ দলে দলে যোগ দিয়েছেন এই আন্দোলনে। দলমত নির্বিশেষে, এমনকি শাসক দলের নেতা-কর্মীদের পরিবারের মহিলারাও স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে রাতের পর রাত জেগেছেন। সমাজের বঞ্চিত-নির্যাতিত মানুষ অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবির মধ্যে তাঁদের উপর প্রতিনিয়ত ঘটে চলা অজস্র অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচারের সন্ধান পেয়েছেন। তাই তাঁরা কোনও কিছুর পরোয়া না করে দলে দলে আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। আর মানুষের এই সম্মিলিত প্রতিবাদকেই ভয় পেয়েছে শাসকরা। কারণ মানুষের ঐক্যকেই তাদের ভয়। তাই তারা বিচারকে মাঝপথেই স্তব্ধ করে দিয়েছে। তারা জানে, এ ভাবে সমাজের সব স্তরের মানুষের সম্মিলিত আন্দোলন যদি অভয়ার ন্যায়বিচার ছিনিয়ে নিতে পারে তবে তা এমন নজির তৈরি করবে যে ভবিষ্যতে যে কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা এ ভাবেই রাস্তায় নেমে ন্যায় বিচারের দাবি তুলবে। কিন্তু মানুষ যে ন্যায়বিচারের দাবিতে নাছোড় তা ৮ আগস্টের এই মিছিল আবার প্রমাণ করল। এ দিন রাজ্যের অন্যান্য শহরে এবং মেডিকেল কলেজগুলিতেও নানা প্রতিবাদ কর্মসূচি হয়।

৯ আগস্ট আর জি কর মেডিকেল কলেজে অভয়ার প্রতীকী মূর্তি ‘ক্রাই অফ দি আওয়ার’-এর সামনে এক প্রতিবাদ সভায় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। এ দিন রাজ্য জুড়ে আন্দোলনে গড়ে ওঠা অসংখ্য নাগরিক সংগঠন প্রতিবাদ সভা করেন। সেখানে নাগরিকরা অভয়ার বিচারহীনতার বিরুদ্ধে তাঁদের গভীর ক্ষোভ তুলে ধরেন এবং অভয়ার বিচারের দাবিতে যেমন, তেমনই সমাজের যে কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার অঙ্গীকার করেন।

এ পথই মর্যাদার, এ পথেই মুক্তি

রাজনীতিবিমুখতা আজকের সমাজ-পরিবেশে প্রবল ভাবে আছে এবং নবীন প্রজন্মও তার দ্বারা প্রভাবিত, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু অন্ধকারের বুকে জেগে থাকা আলোর রেখার মতো এর বিপরীত ছবিও যে এই সমাজেই আছে, তার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইল ৫ আগস্টের কলকাতা।

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলের প্রতিষ্ঠাতা মহান মার্ক্সবাদী দার্শনিক শিবদাস ঘোষের ৫০তম স্মরণ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে সারা রাজ্য থেকে যে হাজার হাজার মানুষ এ দিন জড়ো হয়েছিলেন, তার একটা বিরাট অংশই ছাত্র-যুবক-তরুণ প্রজন্ম। কেউ কেউ বেশ কিছুদিন আছেন এই দলের সাথে, অংশ নিচ্ছেন বিভিন্ন দলীয় ও সামাজিক কর্মসূচিতে। আবার অনেকে প্রথম পরিচিত হচ্ছেন শিবদাস ঘোষের চিন্তা এবং দলের আদর্শের সাথে। শুরু থেকেই চোখে পড়ছিল এক ঝাঁক তরুণ ছাত্রকর্মীর ব্যস্ততা। সভা শুরুর অনেক আগেই তারা চলে এসেছেন ধর্মতলার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ের নির্দিষ্ট স্থানে, তাদের বুকে স্বেচ্ছাসেবকের ব্যাজ। শ্রোতাদের জন্য চেয়ার পাতা, সবাইকে বসার জায়গা দেখিয়ে দেওয়া, শিশু ও বয়স্কদের সুবিধা-অসুবিধার খেয়াল রাখার মতো কাজগুলো তারা করছিলেন একাগ্র ভাবে, আনন্দের সাথে। মঞ্চে গণসঙ্গীতের দৃপ্ত সুরে দিনবদলের স্বপ্নকে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন যারা, তাঁদেরও বেশিরভাগই তরুণ-তরুণী। রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশ বলতে সাধারণত যে উচ্ছৃঙ্খল ভিড়ের ছবি আমরা কাগজপত্রে দেখে থাকি এ দিনের সমাবেশ ছিল চরিত্রগতভাবেই তার চেয়ে আলাদা। এখানে এসেছিলেন সমাজের সেই মানুষগুলো, যারা চারপাশে ঘটে চলা শোষণ-অত্যাচার-অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিছু করতে চান, জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলো সমাধানের সত্যিকারের পথ পেতে চান। সেই স্বকীয়তার আভাস পাওয়া গেল সমাবেশে আসা ছাত্র-যুবদের কথাতেও।

দক্ষিণ কলকাতার একটি কলেজে কমিউনিকেটিভ ইংরাজি নিয়ে প্রথম বর্ষে পড়ছেন দ্যুতি ভট্টাচার্য। কেন এসেছেন এই সমাবেশে? উত্তরে দ্যুতি বললেন, এই দলের কর্মীদের দেখেছি,তাঁরা শুধু নিজেদের সমস্যা নিয়ে ভাবেন না, বরং নিজেদের সুবিধা-অসুবিধার কথা না ভেবে নিঃস্বার্থভাবে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর কথা ভাবেন। অন্যান্য দলকে আমি এমন করে তাদের কথা ভাবতে দেখিনি। তাই এই দলের প্রতি আমারও একটা ভালোলাগা তৈরি হয়েছে, আরও ভালো করে জানব বলে এসেছি আজ। টাটা ইন্সটিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ থেকে সদ্য পদার্থবিদ্যার গবেষণা শেষ করে এসেছেন দিব্যশঙ্কর দাস। বললেন, আমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে অনেককেই দেখেছি রাজনীতি নিয়ে, মার্ক্সবাদ নিয়ে আগ্রহী হচ্ছে, জানতে চাইছে। পৃথিবী জুড়ে জীবনের, পরিবেশের যে সংকট, তার সমাধান পেতে তারা মার্ক্সবাদের কথা জানতে চাইছে। কিন্তু অন্যান্য দলে এগুলো নিয়ে গভীর ভাবনা নেই। তাদের শুধু ভোটে জেতার কৌশল আর নানারকম প্রতিশ্রুতির কথা। এই দলের সমাবেশে, শিবদাস ঘোষের চিন্তার মধ্যে জীবনে মার্ক্সবাদী আদর্শকে প্রয়োগ করার কথা, বিপ্লবের পথ তৈরির কথা শুনতে পাই, যেটা খুব আকর্ষণ করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা স্নাতকোত্তরের ছাত্রী কৃষ্ণা রায় বললেন, এই দলের মধ্যে আমাদের দেশের মনীষীদের জীবনচর্চার যে ধারা, সেটাই প্রথম আকৃষ্ট করেছিল। আরেকটা জিনিস দেখেছি, গরিবদুঃখী মানুষকে সাহায্য করা তো নিশ্চয়ই দরকার, সেটা অনেকেই করেন। কিন্তু এই দলের কর্মসূচির মধ্যে, বক্তব্যের মধ্যে সবসময় সমাজের বঞ্চিত মানুষগুলোকে সচেতন করে তোলার একটা চেষ্টা থাকে, যাতে তারা নিজেদের দুঃখকষ্টের কারণটা বুঝতে পারে এবং সেই অবস্থাটা পাল্টানোর জন্য লড়তে পারে। এই চেষ্টাটা আমি আজ অন্য কোনও দলের মধ্যে দেখি না।

সমাবেশের শুরুতে ব্যান্ডের তালে তালে পা মিলিয়ে রক্তপতাকা হাতে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ছবিতে গার্ড অব অনার জানাচ্ছিল দলের কিশোর সংগঠন কমসোমলের সদস্যরা। লেনিনের রাশিয়ার কিশোর বিপ্লবী বাহিনীর অনুসরণে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলের এই আরেকটি অভিনব উদ্যোগ। নানারকম সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে কমসোমলের সদস্যরা ছোটবেলা থেকেই বড় মানুষদের জীবন সংগ্রামের কথা শোনে, মানবিক মূল্যবোধের পাঠ নেয়, যৌথ জীবনের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পেতে শেখে। মা-বাবারা সন্তানকে একজন ভালো মনের মানুষ করে তুলবেন বলে হাতে ধরে নিয়ে আসেন এই প্যারেডে যুক্ত করতে। এই প্যারেড দেখলে যেন গায়ে কাঁটা দেয়, বলছিলেন বরানগরের অনিন্দিতা মণ্ডল। দমদমের কপিলদেব সরকারের অনুভূতি, ‘মানুষের চোখেমুখে শুধু আবেগ নয়, বলিষ্ঠ বিশ্বাস দেখলাম। সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্য শুনে সঠিক রাজনীতিকে চেনার ও বোঝার প্রয়োজন উপলব্ধি করলাম। এক তরুণ চিকিৎসকের কথায়, একজন ডাক্তার যেমন বিজ্ঞানের ভিত্তিতে রোগীর রোগ নির্ণয় করে ওষুধ দেয়, সারিয়ে তোলে, তেমনই আমাদের সমাজের রোগ নির্মূল করার জন্য এই দলের রাজনীতিই একমাত্র প্রতিষেধক বলে মনে হয় আমার। ইতিহাসের ছাত্রী এবং গবেষক শুভমিতা এসেছিলেন উত্তর চব্বিশ পরগণা থেকে। নবজাগরণের কেন্দ্রভূমি এই বাংলার বুকেই আজ মহিলাদের নিরাপত্তা নেই। কোথায় কোন পথে এর সমাধান? কেন প্রশাসন বিচার করতে পারছে না এসব অন্যায়ের? মাথার মধ্যে প্রশ্নগুলো ঘুরপাক খায়। গোটা দেশে এই যে হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-অবাঙালি নিয়ে বিদ্বেষ আর হিংসা, এই ভারত কি চেয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা? আজ প্রভাস ঘোষের ভাষণ শুনে যেন অনেক প্রশ্নের উত্তর পেলাম, ভরসা পেলাম। মনে হচ্ছে, একদিনে না হলেও, একদিন এই দিন বদলাবেই। আর সেই দিনবদলের লড়াইতে একজন মানুষ হিসেবে আমারও সাধ্যমতো কিছু করা উচিত।

চারপাশের যে সমাজটা আমাদের চোখের সামনে পচে যাচ্ছে, মানুষ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া যেখানে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেই সমাজকে পাল্টানোর জন্য মানুষ হিসাবে আমাদের প্রত্যেকের যে কিছু করার আছে, সেটাই যে প্রকৃত মর্যাদার ঠিকানা— কমরেড প্রভাস ঘোষের এই আহ্বান সেদিন এভাবেই ছুঁয়ে গেছে, উদ্দীপ্ত করেছে অসংখ্য ছাত্র, যুবককে।

ভোটসর্বস্ব রাজনীতি, একটি সুস্থ তরুণ মনকে আকর্ষণ করার মতো কিছু সেখানে আছে কি? ভোটের তরজা, কুকথার প্রতিযোগিতা, টাকা এবং নামযশের জন্য সকালে-বিকেলে দল-বদল, নেতা-মন্ত্রীদের চুরি দুর্নীতি— এই হচ্ছে এখন রাজনীতির চালু চেহারা। ক্ষমতাসীন দলের ছত্রছায়ায় লালিত ছাত্র-যুবকদের কদর্য চেহারা দেখে মাঝে মাঝেই শিউরে উঠতে হয়। এই পাইয়ে দেওয়া এবং করে খাওয়ার রাজনীতির সম্পূর্ণ বিপরীতে, আলোকস্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে আছে কমরেড শিবদাস ঘোষের হাতে গড়া এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দল, দাঁড়িয়ে আছে তার নীতি-আদর্শভিত্তিক বিপ্লবী রাজনীতির জোরেই। অন্যান্য দল প্রচুর টাকা, পেশিশক্তি, মিডিয়ার প্রচার দিয়ে যার নাগাল পায় না, সেই আদর্শের অমোঘ টানই আজও এ দলের প্রতি আকৃষ্ট করে যুবসমাজকে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, যার সম্মানবোধ আর মর্যাদাবোধ আছে, তাকেই তো যুবক বলে। প্রকৃত যুবক বলতে আমরা তাকেই বলি, যার মর্যাদাবোধ আছে, লড়বার তেজ আছে এবং যে অন্যায়ের মোকাবিলা করার সাহস রাখে। ৫ আগস্টের সমাবেশ থেকে সেই প্রকৃত যুবক হয়ে ওঠার স্বপ্ন আর অঙ্গীকার বুকে নিয়েই ফিরলেন ওঁরা।

রাজ্যে রাজ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবসে সমাবেশ

৫ আগস্ট ছিল এ যুগের বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন বিপ্লবী ধারার সংগ্রামী, ভারতের বুকে একমাত্র সাম্যবাদী দল এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৫০তম প্রয়াণ দিবস। এই উপলক্ষে দেশের প্রায় প্রতিটি রাজ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মুম্বাই ঃ ১০ আগস্ট মুম্বাই সেন্ট্রাল (ওয়েস্ট)-এর তারদেও এলাকার ইউসুফ মেহের আলি স্কুলে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ৫০তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে জনসভা হয়। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দ্বারিকানাথ রথ কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রেরণাদায়ক সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন এবং বর্তমান জাতীয় পরিস্থিতির ওপর বিস্তৃত আলোচনা করেন। মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন মুম্বাই সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেড জয়রাম বিশ্বকর্মা এবং দাত্তু কাজলে। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন মুম্বাই সাংগঠনিক কমিটির পূর্বতন সদস্য এবং বর্তমান উত্তরপ্রদেশ পশ্চিম সাংগঠনিক রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড ওয়াই কে কুলশ্রেষ্ঠ। সভাপতিত্ব করেন মুম্বাই সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড অনিল ত্যাগী।

গুজরাট ঃ ৫ আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে জনসভা হয় গুজরাটের ভদোদরায়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বহু কর্মী-সমর্থক যোগ দেন। সভাপতি দলের গুজরাট রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড মিনাক্ষীবেন জোশী গুজরাটে দলের গড়ে ওঠার ইতিহাস এবং বিজেপি সরকারের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে দলের আন্দোলনের ভূমিকা তুলে ধরেন।

বক্তব্য রাখেন, ভদোদরা জেলা সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেড তপন দাশগুপ্ত। প্রধান বক্তা দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সত্যবান বিপ্লবী দল গড়ে তোলা এবং উন্নত রুচি-সংস্কৃতির ভিত্তিতে পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে কমরেড শিবদাস ঘোষের সংগ্রামকে বিস্তৃত ভাবে তুলে ধরেন।

উত্তরাখণ্ড ঃ দেরাদুনের প্রেস ক্লাব কমপ্লেক্স হলে ১০ আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অশোক সামন্ত। প্রাক্তন সাংসদ কমরেড তরুণ মণ্ডলও বক্তব্য রাখেন। সভায় উত্তরাখণ্ডের ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভা পরিচালনা করেন দলের উত্তরাখণ্ড রাজ্য কো-অর্ডিনেটর কমরেড মুকেশ সেমওয়াল। দেরাদুন শহরের বহু বিশিষ্ট মানুষ, এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত কর্মী-সমর্থকরা যোগ দেন।

আন্দামান-নিকোবর ঃ আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পোর্টব্লেয়ারের ভাতু বস্তিতে ৬ আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে জনসভা হয়। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অশোক সামন্ত। সভাপতিত্ব করেন দলের রাজ্য প্রস্তুতি কমিটির সম্পাদক কমরেড বলরাম মান্না।

রাজস্থান ঃ প্রধান বক্তা ছিলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড রবীন সমাজপতি। সভাপতিত্ব করেন রাজস্থান সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেড কুলদীপ সিং।

চণ্ডীগড় ঃ মোহালির কুম্ভাতে সভায় বক্তব্য রাখেন দলের পলিট বুরো সদস্য কমরেড সত্যবান। সভাপতিত্ব করেন চণ্ডীগড় ইউনিট ইনচার্জ কমরেড অমিত কুমার।

● দিল্লি। বক্তব্য রাখেন কমরেড স্বপন ঘোষ

● পাটনা। বক্তব্য রাখেন কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্য

● উত্তরপ্রদেশ। বক্তব্য রাখেন কমরেড শংকর ঘোষ

● ত্রিপুরা। বক্তব্য রাখেন কমরেড মানব বেরা

● কেরালা। বক্তব্য রাখেন কমরেড সুভাষ দাশগুপ্ত

● মধ্যপ্রদেশ

● তেলেঙ্গানা। বক্তব্য রাখেন কমরেড রাধাকৃষ্ণ

● রাজস্থান

● কর্ণাটক

● মুম্বাই। বক্তব্য রাখেন কমরেড দ্বারিকানাথ রথ

● ভদোদরা, গুজরাট। বক্তা কমরেড সত্যবান

● বুদলাদা, পাঞ্জাব

● পোর্ট ব্লেয়ার

● উত্তরাখণ্ড

পাঞ্জাব ঃ পাটিয়ালার ভগৎ সিং আলেখি ভবনে ৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি) পলিটবুরো সদস্য কমরেড সত্যবান। তিনি ভারতের বুকে সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার কাজে কমরেড শিবদাস ঘোষের অনন্য সংগ্রাম তুলে ধরেন। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলোর জনবিরোধী সিদ্ধান্ত প্রতিরোধে বাম গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা তিনি তুলে ধরেন। সভাপতিত্ব করেন কমরেড অমরিন্দর পাল সিং।

মধ্যপ্রদেশ ঃ ৭ আগস্ট মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে জনসভায় বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ সিং। তিনি বিশ্বজুড়ে জনগণের উপর সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য মার্ক্সবাদ চর্চার

মোদিজির মুখে হঠাৎ শহিদ ক্ষুদিরাম কেন

মোদিজির মুখে শহিদ ক্ষুদিরামের নাম শোনা গেল ২৭ জুলাই 'মন কি বাতে'। মোদীজি ওই ভাষণে বলেন, মাত্র ১৮ বছর বয়সে ওই বীর যুবক যে ভাবে হাসতে হাসতে ব্রিটিশের ফাঁসির দড়িতে আত্মাহুতি দিলেন তা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এ রকম অসংখ্য দেশপ্রেমিকের আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়েই আমরা ব্রিটিশকে তাড়িয়ে দেশের স্বাধীনতা পেয়েছি। খুবই ভাল কথা, কথাটাও সত্যি। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, স্বাধীনতার এত বছর বাদে প্রধানমন্ত্রীর হঠাৎ ক্ষুদিরামের নাম মনে এল কেন? সম্ভবত জীবনে প্রথম বার তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হল শহিদ ক্ষুদিরামের নাম। এত দিন পর্যন্ত শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, আশফাকউল্লাহ, মাস্টারদা, প্রীতিলতা সহ অসংখ্য বিপ্লবী শহিদদের তারা হিন্দু স্বার্থের বিরোধী বলে চিহ্নিত করেছেন। হঠাৎ কি তা হলে বিজেপি বা মোদিজিদের নতুন করে বোধোদয় ঘটেছে? আসলে ভোট এলে এই সমস্ত ভোটবাজ বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা নতুন নতুন ভেক ধারণ করেন। তাই সম্প্রতি দুর্গাপুরে জনসভায় ভাষণে জয় শ্রীরাম-এর পরিবর্তে জয় মা দুর্গা, জয় মা কালী স্লোগান দিয়েছেন বঙ্গ ভাষীদের মন জয় করবার জন্য। এদের সমস্ত ভক্তি শ্রদ্ধা আসলে ভোটের বেদিতেই নিবেদিত। তা হলে কি বিজেপি (পূর্বতন জনসংঘ), আরএসএস-এর ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন ও বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শহিদদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেল? প্রতি বছরই ভোটের আগে তাদের দেশপ্রেম ও দেশভক্তি উথলে ওঠে। কাশ্মীরে কিছু না কিছু বিতর্কিত সন্ত্রাসবাদী ঘটনা বা মন্দির-মসজিদের বিবাদের ঘটনা ঘটিয়ে দেশের মানুষকে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করা হয় যাতে ভোটের বাক্সে তার প্রতিফলন ঘটে। এ বার কি তার ব্যত্যয় ঘটবে? দেশের মানুষের মনে কেমন খটকা লাগছে? হঠাৎ করে কেন তারা দেশের মানুষকে দেশপ্রেম ও দেশভক্তির পাঠ শেখানো শুরু করেছেন? মোদিজি দীর্ঘদিন আরএসএস এর প্রচারক ছিলেন। একটু ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখা যাক, ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন ও নির্ভীক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভূমিকা কী ছিল?

স্বাধীনতা আন্দোলনে আরএসএস এবং হিন্দু মহাসভার কলঙ্কজনক ভূমিকা

১৯২৫ সালে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠা হয় ডাক্তার বলিরাম হেডগেওয়ার এর নেতৃত্বে। হেডগেওয়ার এর পরে ১৯৪০ সালে দায়িত্ব নেন সংগঠনের দ্বিতীয় ব্যক্তি গুরু এম এস গোলওয়ালকর যিনি ছিলেন আরএসএসের মূল তাত্ত্বিক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হেডগেওয়ার ও গোলওয়ালকার দুজনেই ছিলেন হিটলারের ভক্ত ও ফ্যাসিবাদের সমর্থক। স্বাধীনতা আন্দোলনে সারা দেশে যখন অগণিত ছাত্র যুবক ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাইছে, ওই উত্তাল দিনগুলোতে আরএসএসের কোনও কার্যকরী ভূমিকা ছিল না। এরা ছিলেন ব্রিটিশের পক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপক্ষে। স্বদেশি আন্দোলনের ওই যুগে গুরু গোলওয়ালকার বলেছিলেন, 'দেশে যে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে তা যথার্থ স্বাধীনতা আন্দোলন নয় এই স্বাধীনতা আন্দোলন প্রতিক্রিয়াশীল', বলছেন, 'ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ এবং সার্বজনীন বিপদের তত্ত্ব থেকে জাতিত্বের ধারণা তৈরি হয়েছে। ফলে প্রকৃত হিন্দু জাতিতত্ত্বের সদর্থক অনুপ্রেরণা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। স্বাধীনতা আন্দোলনকে কার্যত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে পর্যবসিত করা হয়েছে। ব্রিটিশ বিরোধিতার সঙ্গে দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদকে সমার্থক করে দেখা হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম, তার নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষের উপরে এই প্রতিক্রিয়াশীল মতের প্রভাব সর্বনাশা হয়েছে। ... তারাই একমাত্র জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক যারা অন্তরে হিন্দু জাতির গৌরব পোষণ করে, সেই লক্ষ্য পূরণে কাজ করে। বাকি যারা দেশপ্রেম জাহির করে হিন্দু জাতির স্বার্থ হানি করছে তারা বিশ্বাসঘাতক ও দেশের শত্রু'।

অর্থাৎ আরএসএস-এর বিচারে স্বাধীনতা আন্দোলনের যারা প্রথম সারির নেতা বিপিনচন্দ্র পাল, বালগঙ্গাধর তিলক, লালা রাজপত রাই, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, আসফাকউল্লা, মাস্টারদা সূর্য সেন সহ নেতাজি সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত সবাই বিশ্বাসঘাতক ও দেশের শত্রু। তাই গুরু গোলওয়ালকারের নির্দেশকে শিরোধার্য করে ১৯৪২-এর আগস্টের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধিতায় সংঘ পরিবারের সদস্যরা শুধু ব্রিটিশকে সমর্থন করেছে তাই নয়, বহু স্বদেশি আন্দোলনকারীকে গোপনে ধরিয়ে দিয়েছে। এ ছাড়া আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার এবং নৌবিদ্রোহের সময় দেশ যখন উত্তাল তখন আরএসএস অদ্ভুত নীরবতা পালন করেছে। এ ক্ষেত্রে গোলওয়ালকারের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল, 'Hindus don't waste your energy fighting the British. Save your energy to fight our internal enemies that are Muslims Christians and Communists'. এ সব কথা পাওয়া যাবে গোলওয়ালকর লিখিত 'Bunch of thoughts' গ্রন্থে। আরএসএস এই গ্রন্থ প্রকাশ করেছে এবং একে তাদের তত্ত্বগত ভিত্তি হিসেবে মানে। স্বাধীনতা আন্দোলনে এ এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। এই গুরু গোলওয়ালকরই হচ্ছেন নরেন্দ্র মোদি অমিত শাহ সহ আরএসএসের সমস্ত কর্মী ও প্রচারকদের চিন্তানায়ক। এই চিন্তার ভিত্তিতেই আজও আরএসএস পরিচালিত হয়। আরএসএস ও সংঘ পরিবারের এই জঘন্য রাজনীতির বিরুদ্ধে আপসহীন বিপ্লবী ধারার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, 'এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী লোক ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থের লোভে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছে ... স্বাধীনতা সংগ্রামে এই শ্রেণির লোককেও শত্রুরূপে গণ্য করা প্রয়োজন। ... হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ পৃথক-এর চেয়ে মিথ্যা বাক্য আর কিছু হতে পারে না। হিন্দুরা ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে হিন্দু রাজের ধ্বনি শোনা যায়, এগুলো সর্বৈব অলস চিন্তা।' নেতাজির মতে যারা দেশের শত্রু ছিলেন, তারা আজ বড় দেশপ্রেমী সেজেছে, দেশপ্রেমের ইজারা নিয়েছেন। অতীতের কলঙ্কজনক অধ্যায়কে চাপা দেবার জন্য এরা যা করছেন তা ধূর্তামি ছাড়া কিছু নয়।

ভোটের প্রয়োজন ও ক্ষুদিরাম

কয়েক মাস বাদেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে। আগামী বছর পশ্চিমবাংলায় বিধানসভার নির্বাচন। যে হেতু ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছিল মজফফরপুর জেলে ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট এবং আজও প্রবীণদের মধ্যে ক্ষুদিরামের প্রতি শ্রদ্ধা ও আবেগ কাজ করে, তাই ক্ষুদিরামের নাম করে মোদিজির মরিয়া চেষ্টা এটা প্রমাণ করার জন্য যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা আছে। আর বাংলার মানুষের মেদিনীপুরের দামাল ছেলে শহিদ ক্ষুদিরামের প্রতি যে বিশেষ আবেগ আছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আরএসএস ও সংঘ পরিবারের ইতিহাস—স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতার ইতিহাস, বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। ইতিহা সাক্ষ্য দিচ্ছে, ঐতিহাসিক কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলা, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় যখন মহান বিপ্লবীদের ব্রিটিশ সরকার ফাঁসি দিচ্ছে, সব ক্ষেত্রেই আরএসএস অদ্ভুত নীরবতা পালন করেছে। এই আরএসএসেরই দীর্ঘদিনের প্রচারক ছিলেন মোদিজি। আরএসএস স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি যে ভুল ছিল, তা কোথাও স্বীকার করেনি। তাই শহিদ ক্ষুদিরামের প্রতি এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন তার 'মনের কথা' নয়, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত কোনও শ্রদ্ধার প্রকাশও নয়। এ আসলে ভোটের দিকে তাকিয়ে একটা লোক ভোলানো কথামাত্র। নির্বাচনের প্রাক্কালে শহিদ ক্ষুদিরাম এর নাম নিয়ে ভোট পাওয়ার এই ভণ্ডামি মানুষ ক্ষমা করবে না। এর দ্বারা তাদের কলঙ্কিত ইতিহাসকেও মোছা যাবে না।

অস্ত্র প্রদর্শনীর জন্যই যুদ্ধ

তিনের পাতার পর

একটা দেশ অন্য এক একটা গোষ্ঠীকে শত্রু সাজায়। অথচ এ ভীতির বড় অংশটাই বাস্তব নয়। কেউ কিন্তু এই সত্যি কাথাটা বলে না যে, শান্তির পথেই এই সমস্যাগুলোর বেশিরভাগই মিটে যেতে পারে। তার কারণ এই আতঙ্কের মানসিকতাকে ভর করেই জনগণের কাছ থেকে অস্ত্র ব্যবসার বা অস্ত্র বানানোর সমর্থন আদায় করে শাসকরা। ঠিক যেমন আমরা দেখলাম ভারত-পাকিস্তান সাম্প্রতিক যুদ্ধে শাসক বিজেপি এবং তার অনুগত বাহিনী কীভাবে সারা দেশে একটা উন্মাদনা তৈরি করে ফেলল। এই পথেই আজ সারা দুনিয়া জুড়ে কোনও না কোনও যুদ্ধ চলতে থাকে। এই সুযোগে অস্ত্র ব্যবসার বাজারটা আরও পোক্ত হয়। মনে পড়ে যায় ১৯৭০-এর দশকে মার্কিন স্বরাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঙ্গারের উক্তি— পিস ইন ভিয়েতনাম, ইজ ওয়ার এগেইনস্ট ইউএস (ভিয়েতনামে শান্তি মানে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ)।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিলিটারি ব্যুরোক্রেটিক কমপ্লেক্স

তা হলে পুঁজিবাদী শাসকদের কাছে যুদ্ধের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কী? প্রধান প্রয়োজন অস্ত্র ব্যবসায় লগ্নি এবং তা থেকে ধনকুবেরদের মুনাফা। সত্যটা এতই স্পষ্ট যে, এখন বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণাপত্রে অহরহ 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিলিটারি ব্যুরোক্রেটিক কমপ্লেক্স' শব্দটা ব্যবহার হচ্ছে। সরকার আমলাতন্ত্র সামরিক কর্তা এবং পুঁজিপতিদের মিলিত চক্র যে কৃত্রিম ভাবে যুদ্ধ উত্তেজনা তৈরি করে অর্থনীতিকে সামরিকীকরণের পথে নিয়ে যাচ্ছে এই সত্যকে আজ তাদের স্বীকার করতে হচ্ছে। ফলে এটা মার্ক্সবাদীদের মনগড়া বলে আর কর্পোরেট সংবাদ ব্যবসায়ীরা উড়িয়ে দিতে পারছেন না। পুঁজিবাদী শোষণে রিক্ত সাধারণ মানুষের নিঃশেষিত ক্রয়-ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে পুঁজিপতিদের বাজার আর তেজি রাখা যাচ্ছে না। সাধারণ মানুষের সামান্য কেনাকাটায় পুঁজিপতিদের সর্বোচ্চ মুনাফার লক্ষ্য চরিতার্থ হতে পারছে না।

ফলে সমস্ত পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশকেই আজ সামরিক অর্থনীতির ওপরই নির্ভর করে চলতে হচ্ছে। মহান স্ট্যালিন বহু আগেই দেখিয়েছেন, অর্থনীতির সামরিকীকরণের মাধ্যমেই পুঁজিবাদ তার ক্রমবর্দ্ধমান সংকট কাটাতে চাইছে। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিয়মেই তা একটা সংকট থেকে বেরোতে গিয়ে নতুন নতুন সংকটে পড়ছে। লেনিন-স্ট্যালিনের সুযোগ্য ছাত্র বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৬২-তে দেখিয়েছেন, '... (অর্থনীতির) সামরিকীকরণ পুঁজিবাদী দ্বন্দ্ব ও সংকটকে ক্রমাগত আরও বাড়িয়ে তুলছে। সংকট যত বাড়ছে, অর্থনীতিতেও তত সামরিকীকরণ ঘটছে। এইভাবে চক্রবৎ একটা অশুভ প্রক্রিয়া কাজ করে চলেছে এবং তার পরিণতিতে বল্গাহীনভাবে বেড়ে চলেছে অস্ত্র প্রতিযোগিতা' (সময়ের আহ্বান, নির্বাচিত রচনাবলি দ্বিতীয় খণ্ড)।

তিনি ভারতীয় পুঁজিবাদী শাসকদের চরিত্রকে তুলে ধরে দেখিয়েছেন, 'শাসক বুর্জোয়াশ্রেণি সামরিকীকরণের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য 'জাতির বিপদ' 'বিদেশি আক্রমণের বিপদ' এই ধরনের সহজে আকর্ষণকারী স্লোগান তুলে একটি জরুরিকালীন অবস্থা জারি করার অনুকূল মানসিকতার জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং বহুলাংশে সফলও হয়েছে। মিলিটারি খাতে ব্যয়বৃদ্ধি করে সঙ্কুচিত অভ্যন্তরীণ বাজারের কৃত্রিম তেজিভাব বজায় রাখার এবং ভারতবর্ষের সামরিক শক্তিকে বাড়িয়ে তোলার প্রয়োজনেই ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণি যত দীর্ঘ সময় সম্ভব চিনের সাথে সীমান্ত সমস্যা, পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মীর সমস্যা এবং অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের সাথে তার নানা বিতর্কিত বিষয়কে জিইয়ে রাখার পথে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক যে, অর্থনীতির সংকট যত তীব্র হবে, জনসাধারণের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে দিতে এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে শাসক শ্রেণি তত বেশি এই সমস্ত বিষয় নিয়ে হৈচৈ করবে।' (ওই)

স্মরণ করা দরকার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন বারবার বিশ্ব জুড়ে নিরস্ত্রীকরণ, পারমাণবিক সমস্ত অস্ত্র ধ্বংসের প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু শান্তির ভেকধারী কোনও পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তাতে সাড়া দেয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা সমাজতান্ত্রিক শিবির ছিল শান্তির পক্ষে অতন্দ্র প্রহরীর মতো। তার অনুপস্থিতি আজ বিশ্বের ৬০০ কোটি মানুষের জীবনকে যুদ্ধবাজদের হাতের মুঠোয় ঠেলে দিয়েছে। শান্তি আজ পুঁজিবাদী শাসকদের কাছে মৃত্যুবাণ স্বরূপ। বিশ্ব জুড়ে তীব্র শক্তিশালী শান্তি আন্দোলনই আজ কিছুটা হলেও লাগামছাড়া অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। এটাই আজ সমস্ত দেশের যথার্থ দেশপ্রেমিক মানুষের কর্তব্য।

সংসদে সিঁদুর আলোচনা

ব্যর্থতা আড়াল করতে প্রশ্নের উত্তরই দিলেন না প্রধানমন্ত্রী

অনেক টালবাহানার পর বিরোধীদের লাগাতার দাবি মেনে বিজেপি সরকার রাজি হয়েছিল সংসদ অধিবেশনে সিঁদুর অভিযান নিয়ে আলোচনা করতে। কিন্তু কী পাওয়া গেল সেই আলোচনা থেকে?

পহেলগাম হামলায় গোয়েন্দা দফতর ব্যর্থ হল কেন, সিঁদুর অভিযানের সাফল্য নিয়ে যখন উচ্ছ্বসিত সরকারি নেতা-মন্ত্রীরা তখন হঠাৎ সংঘাত থেমে যাওয়ার পিছনে আসল রহস্যটা কী, মার্কিন প্রেসিডেন্ট যে ২৮ বার দাবি করলেন তিনিই যুদ্ধ বন্ধ করেছেন এবং তা বাণিজ্যের শর্তে— তা সত্যি কি না, যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি কতখানি— এ সব প্রশ্নের একটিরও উত্তর পাওয়া গেল না সংসদে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা থেকে। এই সব প্রশ্নের উত্তর কি তা হলে দেশের মানুষের, এমনকি আইনসভার সদস্যদেরও জানার অধিকার নেই? নাকি শাসক দলই দেশের ভাল-মন্দ নির্ধারণের একমাত্র ঠিকাদার হিসাবে নিজেদের ভেবে নিয়েছে!

প্রধানমন্ত্রী সংসদে তাঁর দু'ঘণ্টার বক্তৃতায় দেশবাসীর একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিলেন না শুধু নয়, পহেলগামে নিহত ২৬ জনের কথাও একবারের জন্য উচ্চারণ করলেন না। তবে কি এতগুলি মানুষের মৃত্যু সরকারি দল এবং তার নেতাদের কাছে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই নয়? পহেলগাম-সন্ত্রাসবাদীদের সরকার পাকিস্তানি নাগরিক বলে ঘোষণা করেছে। এতজন সন্ত্রাসবাদী সীমান্ত থেকে প্রায় কয়েক শত কিলোমিটার ভেতরে যে এমন ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পারল, এটা তো চরম গোয়েন্দা ব্যর্থতা। কাশ্মীরের মতো কৌশলগত ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নিশ্ছিদ্র প্রহরাবেষ্টিত জায়গায় এমন ঘটনা তো নিরাপত্তা বিভাগের গভীর দুর্বলতাকেই স্পষ্ট করে দিল। এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী কে বা কারা? সরকার কি এত দিনে তাদের চিহ্নিত করেছে? তাদের কী শাস্তি দেওয়া হয়েছে? প্রধানমন্ত্রীর থেকে এ সব কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দেশের মানুষ জানতে পারলেন না। ঠিক যেমন আজও দেশের মানুষ সরকারের থেকে জানতে পারেনি, ২০১৯-এ পুলওয়ামায় ৪০ জন সেনার মৃত্যুর পিছনে সরকারের কোন গাফিলতি কাজ করেছিল? সেনা কনভয়ের মধ্যে আরডিএক্স ভর্তি গাড়ি কী করে ঢুকতে পেরেছিল?

হঠাৎ সংঘর্ষ বিরতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কোনও ভূমিকা ছিল কি না তার উত্তর প্রধানমন্ত্রী সংসদে দিলেন না। তা হলে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বার বার মিথ্যা বলে বিশ্বের মানুষকে যে বিভ্রান্ত করছেন, সে কথাটিও প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে সংসদে বললেন না। স্বাভাবিক ভাবেই দেশবাসীর ধারণা যে প্রধানমন্ত্রী কিছু গোপন করছেন। তা কি সংঘর্ষবিরতির শর্তগুলি? সেই শর্ত কি দেশের জনগণের স্বার্থ রক্ষা করছে? নাকি ধনকুবেরদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে তা বলি দেওয়া হল? সেই শর্তের কথা তো সংসদকে জানানো প্রধানমন্ত্রী কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তিনি তা একান্ত তাঁর দলগত বিষয় করে রাখতে পারেন না।

ট্রাম্প দাবি করেছেন, যুদ্ধে পাঁচটি প্রথম শ্রেণির যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছে। দেশের চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ প্রমুখ সেনাপ্রধানরা তা স্বীকারও করেছেন। তবে প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে তা স্বীকার করতে পারলেন না কেন? তিনি হয়তো ভাবছেন, তাতে সরকারের প্রতি, প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জনগণের আস্থা কমে যাবে। সরকারের বিদেশ নীতির চরম ব্যর্থতায়, অভ্যন্তরীণ নীতির পরিণামে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, বেসরকারিকরণ, সাম্প্রদায়িকতার প্রসার প্রভৃতি কারণে ইতিমধ্যেই তো তা তলানিতে পৌঁছেছে। অপারেশন সিঁদুরের প্রশ্নে বিশ্বের প্রায় কোনও দেশের সমর্থন জোগাড় করতে না পারাটাও সরকারের আর এক চরম ব্যর্থতা। এত সবের পর দেশের মানুষের এই সরকারের উপর আস্থা না রাখতে পারাটাই স্বাভাবিক।

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক পহেলগামের তিন সন্ত্রাসবাদীকে একেবারে বলিউডি ফিল্মের কায়দায় হত্যার ঘটনাটি। গত তিন মাসে যে হত্যাকারীদের সম্পর্কে সরকার কোনও হদিশ দিতে পারেনি, সেই তাদেরই একেবারে ঠিক সংসদে সিঁদুর নিয়ে আলোচনা শুরুর সময়েই খুঁজে পেল এবং একেবারে কপালে গুলি করে হত্যা করে ফেলল নিরাপত্তা বাহিনী! সরকার দেশের মানুষকে মূর্খ মনে করতে পারে, কিন্তু বাস্তবে তাঁরা তা নন। তাই প্রশ্ন উঠছে, সন্ত্রাসবাদীরা তো সংখ্যায় ছিল তিন জন। সরকার বিশাল বাহিনী নিয়েও তাদের জীবন্ত গ্রেফতার করতে পারল না কেন? তাদের গ্রেফতার করতে পারলে তো বহু অজানা তথ্য সামনে আসত। অবশ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে তথ্য জানার থেকে সেগুলি গোপন করাতেই তাঁদের আগ্রহ বেশি।

সংসদ বিতর্কে উত্তর এড়িয়ে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়তো তাঁর ভক্তদের বাহবা পেয়েছেন, কিন্তু এর দ্বারা তিনি গণতন্ত্রের মৌলিক শর্তই লঙ্ঘন করলেন এবং নিজেকে সংসদের ঊর্ধ্বে বলে প্রমাণ করতে চাইলেন। প্রধানমন্ত্রী মার্কিন প্রেসিডেন্টের হস্তক্ষেপের বিষয়ে প্রশ্নগুলিকে এড়িয়ে গিয়ে বাস্তবে তাঁর ছাতির সঠিক পরিমাপটাই যেমন দেশের মানুষের সামনে প্রকাশ করে দিলেন, তেমনই বিশ্বের সামনে সন্ত্রাসবাদ দমনের প্রশ্নে ভারত সরকারের সদিচ্ছা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিলেন। উরি থেকে বালাকোট প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজেপি সরকার সন্ত্রাসবাদ দমনে যে সাফল্যের দাবি করে এসেছে পহেলগামের ঘটনা সেগুলির অন্তঃসারশূন্যতাকে স্পষ্ট করে দিল। বাস্তবে পহেলগামের হত্যাকাণ্ড কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সরকারের নিরবচ্ছিন্ন ব্যর্থতার মূল্যই এই মানুষগুলিকে জীবন দিয়ে চোকাতে হল।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শুরু থেকেই বিজেপি নেতারা এটিকে প্রধানমন্ত্রীর সাফল্য হিসাবে তুলে ধরার সমস্ত রকম চেষ্টা চালিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই এখন ব্যর্থতার সমস্ত দায় যে প্রধানমন্ত্রীর ঘাড়েই চাপবে তা বলাবাহুল্য। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর দল সে দায় নিতে রাজি নন। তাই সংসদে প্রধানমন্ত্রীর এমন 'নীরব মোদি'র ভূমিকা। তাঁরা বোধহয় ধরেই নিয়েছেন, বোবার কোনও শত্রু নেই।

বিরোধী দলগুলি, যারা সরকারের প্রতিনিধি হয়ে দেশে দেশে ছুটেছিলেন সরকারের বেঁধে দেওয়া বয়ান আওড়াতে, তাঁদের যে শিক্ষা বাকি ছিল, বিজেপি বোধহয় পার্লামেন্টে তা পূরণ করে দিয়েছে। অবশ্য যদি তাদের শিক্ষা নেওয়ার কোনও মানসিকতা অবশিষ্ট থাকে! আসলে বিরোধী দলগুলির দুর্বলতাও বিজেপি নেতারা জানেন। তাঁরা বুঝে গেছেন যে, নীতিগত ভাবে কোনও পার্থক্য তাদের সাথে বিরোধীদের নেই। না হলে প্রধানমন্ত্রী এ ভাবে তাঁদের প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে পার পেতেন না। গত তিন মাসে দেশের মানুষের সামনে শাসক দলের সংকীর্ণ রাজনীতিকে তুলে ধরে তাদের আসল রূপটিও তাঁরা উন্মোচিত করতে পারতেন। তা-ও তাঁরা করেননি। শাসক দলকে এতখানি বেপরোয়া হতে কার্যত সাহায্যই করে চলেছে বিরোধী দলগুলি। মানুষকে ভোট-সর্বস্ব এই দলগুলির চরিত্রকে বুঝে নিয়ে বিকল্প রাজনীতি তথা জনস্বার্থের রাজনীতিকে শক্তিশালী করতে হবে।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শুরু থেকেই বিজেপি নেতারা এটিকে প্রধানমন্ত্রীর সাফল্য হিসাবে তুলে ধরার সমস্ত রকম চেষ্টা চালিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই এখন ব্যর্থতার সমস্ত দায় যে প্রধানমন্ত্রীর ঘাড়েই চাপবে তা বলাবাহুল্য। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর দল সে দায় নিতে রাজি নন। তাই সংসদে প্রধানমন্ত্রীর এমন 'নীরব মোদি'র ভূমিকা। তাঁরা বোধহয় ধরেই নিয়েছেন, বোবার কোনও শত্রু নেই।

জীবনাবসান

মুর্শিদাবাদ জেলার দৌলতাবাদ লোকাল কমিটির সদস্য এবং যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও-র জেলা সম্পাদক কমরেড আসরাফুল হক (জুয়েল) ২৮ জুলাই কলকাতায় ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি ফেরার পথে শিয়ালদহ স্টেশনে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। বয়স হয়েছিল ৪১ বছর।

কমরেড আসরাফুল দলের কিশোর সংগঠন কমসোমল-এ যুক্ত হন কৈশোরেই। পরবর্তীকালে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র ইসলামপুর কলেজ ইউনিটের সহ-সম্পাদক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৮ সালে তিনি এআইডিওয়াইও-র দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং পরবর্তীকালে সংগঠনের জেলা সম্পাদক ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। এস ইউ সি আই (সি) দলের সদস্যপদ লাভ করার পর দৌলাতাবাদ লোকাল কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। দলের সংগঠক হিসাবে কাজ করতে গিয়ে বহু কর্মী-সমর্থকের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যায় সাহায্য করার মধ্য দিয়ে তাদের পারিবারিক সুহৃদ হিসাবে ঘনিষ্ঠ হন এবং কালক্রমে নিজেকে একজন যোগ্য সংগঠক হিসাবে উন্নীত করতে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদকের ভূমিকা পালনের সময় ওই সংগঠনের সাথে যুক্ত বহু পরিবার ও যুবকদের একজন স্বাভাবিক নেতায় পর্যবসিত হন। স্বল্পকালের জন্য মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য থাকাকালীন জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সংগঠন বিস্তারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। দলের প্রয়োজনে তাঁকে যখন যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, পারিবারিক, আর্থিক ও অন্যান্য সমস্যার মধ্যেও তিনি সাধ্যমতো সেই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছেন। দল, গণসংগঠন ও ফোরামগুলির নেতৃত্বে পরিচালিত বহু আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছেন।

তাঁর আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে সমগ্র জেলায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। সমস্ত পার্টি অফিসে পতাকা অর্ধনমিত করা হয়। পরদিন সকালে দলের জেলা কার্যালয়ে তাঁর মরদেহে মাল্যদান করেন দলের জেলা সম্পাদক ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সাধন রায়। রাজ্য সম্পাদক ও পলিটবুরো সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পূর্বতন জেলা সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষালের পক্ষে মাল্যদান করা হয়। এআইডিওয়াইও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড মলয় পাল এবং সভাপতি কমরেড অঞ্জন মুখার্জী মাল্যদান করেন। জেলা নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন এলাকার পার্টি ও গণসংগঠনের নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা মাল্যদান করেন। মরদেহ দলের দৌলতাবাদ লোকাল কমিটির অফিস ছয়ঘরীতে পৌঁছলে আশেপাশের বহু এলাকা থেকে নেতা, কর্মী, সমর্থক ও বহু সাধারণ মানুষ সমবেত হয়ে মরদেহে মাল্যদান করেন। একটি সংক্ষিপ্ত শেষযাত্রার পর তাঁর দেহ শেষকৃত্যের জন্য তাঁর গ্রাম হাজামপাড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর অকাল প্রয়াণে দল একজন সম্ভাবনাপূর্ণ সংগঠককে হারাল এবং এলাকার মানুষ হারাল এক প্রিয় জননেতাকে।

কমরেড আসরাফুল হক লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 78, No.: 3 Bengali Weekly August 15, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

জুরিখে দ্বিতীয় জিমারওয়ার্ল্ড সম্মেলনে
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

'ফ্যাসিবাদ বিরোধী' একটি আন্তর্জাতিক অনলাইন সেমিনার অনুষ্ঠিত হল ১৩ জুলাই 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট ইউনাইটেড ফ্রন্ট'-এর উদ্যোগে। এই সংগঠনের কেন্দ্রীয় অফিস জার্মানিতে। ১৯১৫ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনাপর্বে মহান লেনিনের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঐতিহাসিক প্রথম জিমারওয়ার্ল্ড কনফারেন্স। ওই সম্মেলন থেকে যুদ্ধের চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছিল, এটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। এই যুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণি অংশ নিতে, এমনকি সমর্থনও করতে পারে না।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কাউটস্কিরা এই সিদ্ধান্তকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যুদ্ধবাজ বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পক্ষে দাঁড়ালে তার বিরুদ্ধে লেনিন তীব্র কষাঘাত করেন। সেই সম্মেলন স্মরণে এ বার দ্বিতীয় জিমারওয়ার্ল্ড সম্মেলন হতে চলেছে আগামী সেপ্টেম্বরে। ৬-৭ সেপ্টেম্বর সুইজারল্যান্ডের জুরিখে অনুষ্ঠিত ওই সম্মেলনে যোগ দেবেন এসইউসিআই(সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়।

১৩ জুলাইয়ে অনলাইন সেমিনারে ২৪টি দেশের ৩৪ জন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। প্রথম বক্তা ছিলেন অধ্যাপক কমরেড ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়। তিনি ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রাম প্রসঙ্গে মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা তুলে ধরে বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট অক্ষ পরাজিত হলেও ফ্যাসিবাদ টিকে রয়েছে উন্নত এবং উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে। এখন ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামকে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম হিসাবে গড়ে তুলতে হবে, যা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা ঘটাবে।

সম্মেলনে বিশেষ আকর্ষণ ছিল কমিউনিস্ট পার্টি অব চায়না (মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট-মাওয়িস্ট)-র বক্তব্য। তাদের প্রতিনিধি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, চিন এখন একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। তিনি আরও বলেন, বিশ্বে এখন কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশ নেই। বিশ্ব এখন দুই সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে বিভক্ত। একটির নেতৃত্বে আমেরিকা, অপরটির রাশিয়া।

কমিউনিস্ট পার্টি অব রাশিয়া (ইন্টারন্যাশনালিস্ট)-এর প্রতিনিধি বলেন, রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তি এখন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণিকে সমাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আবার সংগ্রাম করতে হবে। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রিস, মেক্সিকো, কলম্বিয়া, নেপাল, মরক্কো, টিউনিশিয়া প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিরা। সেমিনার পরিচালনা করেন আয়োজক সংস্থার সহ সভাপতি কমরেড মনিকা গার্টনার এঞ্জেল।

শহিদ ক্ষুদিরাম স্মরণে

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বিপ্লবী শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর ১১৮তম আত্মোৎসর্গ দিবস ১১ আগস্ট সারা রাজ্য জুড়ে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করল কমসোমল, এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস, ও পথিকৃৎ এই পাঁচটি গণসংগঠন।

মূল অনুষ্ঠানটি হয় কলকাতা হাইকোর্টের সামনে ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে। ক্ষুদিরামের ফাঁসির মুহূর্তকে স্মরণ করে ঠিক সকাল ৬টায়। সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ শহিদের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন শুরু করেন। কমসোমল বাহিনীর গার্ড অফ অনারের পর শপথ বাক্য পাঠ করা হয়। এক মিনিট নীরবতা পালন করেন উপস্থিত সকলে।

বক্তব্য রাখেন এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় কাউন্সিলের সহসভাপতি কমরেড চন্দন সাঁতরা। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপিকা সোমা রায়। ক্ষুদিরামের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। রাজ্যের সর্বত্র ক্ষুদিরামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, স্মারক ব্যাজ পরিধান, প্রভাত ফেরি, আলোচনা সভা সহ নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গণসংগঠনগুলির নেতা-কর্মীরা শহিদ ক্ষুদিরাম আত্মোৎসর্গ দিবস পালন করেন।

হিরোসিমা দিবসে যুদ্ধ বিরোধী প্রতিবাদ মিছিল

কলকাতা

৬ আগস্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোসিমা শহরে ও ৯ আগস্ট নাগাসাকি শহরে পরমাণু বোমা ফেলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। কয়েক হাজার মানুষের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে। কয়েক লক্ষ মানুষ পরমাণু বিকিরণের শিকার হন। সেই থেকে ৬ আগস্ট দিনটি সারা পৃথিবীতে 'যুদ্ধবিরোধী দিবস' হিসাবে পালিত হয়। এ বছর দলের কেন্দ্রীয় কমিটি ৬ আগস্ট সারা দেশে যুদ্ধ বিরোধী দিবস পালনের ডাক দিয়েছিল তাতে বিভিন্ন রাজ্যে বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ ও পথসভা হয়। প্যালেস্টাইনের ওপর ইজরায়েল যে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভে স্লোগান ওঠে। সম্প্রতি আমেরিকা-রাশিয়া সহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী নিজ নিজ স্বার্থে যে পরমাণু যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছে তাকে তীব্র ধিক্কার জানান নেতৃবৃন্দ।

কলকাতা ঃ ৬ আগস্ট কলকাতায় এক যুদ্ধ বিরোধী মিছিল হয়। মিছিল শেষে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের সামনে সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষ। ট্রাম্পের কুশপুতুলে অগ্নিসংযোগ করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। অন্যান্য রাজ্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মধ্যপ্রদেশ ঃ ৬ আগস্ট মধ্যপ্রদেশের গুনায় দলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ বিরোধী মিছিল হয়। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে পরমাণু যুদ্ধ হুমকির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো হয়। নেতৃত্ব দেন দলের জেলা সম্পাদক কমরেড মনীষ শ্রীবাস্তব।

গুনা, মধ্যপ্রদেশ

বিচারের দাবিতে জেলায় জেলায় গণমিছিল

কাঁচরাপাড়া ঃ ৯ আগস্ট আর জি করের প্রতিবাদী চিকিৎসক অভয়ার হত্যা ও ধর্ষণের এক

বছর হয়ে গেল। ন্যায়বিচার হল না। ন্যায়বিচারের দাবিতে উত্তর ২৪ পরগণায় বীজপুর নাগরিক বৃন্দ ও মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে কাঁচরাপাড়া গান্ধী মোড় থেকে মশাল মিছিল শুরু হয়ে লক্ষ্মী সিনেমা হলের সামনে বিক্ষোভ-অবস্থান হয়।

বক্তব্য রাখেন দুর্জয় ব্যানার্জী, শিক্ষক শংকর কর্মকার, অনীক ব্যানার্জী, সীমা নন্দী। আবৃত্তি পরিবেশন করেন অপর্ণা কর্মকার, সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিমল বল। মুখ্য আহ্বায়ক ডাঃ শম্ভুনাথ মণ্ডল বক্তব্য রাখেন।

মগরা হাট ঃ বিচারের দাবিতে দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরাহাটে সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন উস্থি 'পথের দাবী' সংগঠনের পক্ষ থেকে চাকদহ তিন মাথার মোড় থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার বিক্ষোভ মিছিল উস্থি বাণেশ্বর মোড় পর্যন্ত যায়। উস্থি মগরাহাট জুড়ে মদের দোকান খোলা ও খুন, ধর্ষণ, অসামাজিক কাজকর্মের বিরুদ্ধেও স্লোগান তোলেন মিছিলে আগত শত শত মহিলা। নেতৃত্ব দেন সেখ সহিদুল ইসলাম, সঞ্জয় মণ্ডল প্রমুখ।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com